



Kkalpana Industries (India) Limited

Date: 1st April 2025

To,
The Manager,
Listing Department,
BSE Limited,
PJ Towers, Dalal Street,
Mumbai - 400 001

Scrip Code: 526409

Subject: Newspaper Publication of Voting Results with respect to Postal Ballot

Ref: Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations")

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 30 of the Listing Regulations, please find enclosed herewith a copy of Newspaper Publication with regard to the captioned subject, made by the Company, in accordance with Regulation 47 of the Listing Regulations, in "Business Standard" (English Newspaper- All India Edition) and "Sukhabar" (Bengali Newspaper—Vernacular Language-Local Edition) on 1st April, 2025.

The copy of Newspaper Publication shall also be made available on the website of the Company at www.kkalpanagroup.com.

You are requested to kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours Faithfully,

For **Kkalpana Industries (India) Limited**



Swati Bhansali (Membership No. ACS 52755)
(Company Secretary)

CC:-

The Secretary, The Calcutta Stock Exchange Ltd., 7, Lyons Range, Kolkata – 700 001.

কেন্দ্র দেওয়া জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের টাকা খরচ করতে পারল না মেডিক্যাল কলেজ

উজ্জ্বল দত্ত, কলকাতা : কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া স্বাস্থ্য মিশনের টাকা খরচ করতে পারল না কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ। অভিযোগ, হাসপাতালে না পেয়ে ওষুধ, চিকিৎসার সামগ্রী বাইরে থেকে কিনতে হচ্ছে রোগীর পরিজনদের। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনে ৮৭ লাখ ২৯ হাজার ৪০১ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। ৩০টি খাতে এই টাকা মঞ্জুর করেছিল স্বাস্থ্য ভবন। ২০২৪ সালের ২৪ মে নির্দেশিকা জারি করে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জন্য বরাদ্দ হয় সেই টাকা। অথচ সেই টাকা খরচই মিশনে বরাদ্দ টাকা দিয়ে জননী সুরক্ষা করতে পারল না কলকাতা মেডিক্যাল। ফেরত গেল সেই টাকা। পুরো



বিভাগে চিকিৎসাধীন রয়েছেন, তাঁদের জন্য ওষুধ কেনা যেত। রোগীর পরিজনরা স্পষ্টই অভিযোগ করছেন, এখন তাঁদের সব কিছুই বাইরে থেকে কিনতে আনতে হচ্ছে। ওষুধ তো বাট্টেই ভায়াগনোস্টিক, রক্ত পরীক্ষা, এক্স-

রে-সবই বাইরে থেকে করতে হচ্ছে। মেডিক্যাল কলেজে ভরতি এক রোগী বলেন, ‘সরকারি হাসপাতালে এখন তাঁদের সব কিছুই বাইরে থেকে বোঝানো লাগবে না, সুস্থ হয়ে ফিরে যাব। অথচ সবই বাইরে থেকে কিনে আনতে

হচ্ছে। কী করলে প্রাণসংশয় হয়ে যাবে।’ আরেক রোগীর আত্মীয় বলেন, ‘অনেক টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। একেকটা পরীক্ষা ১২০০ টাকা, এরকম অনেকগুলো পরীক্ষা করতে দিচ্ছে। বেসরকারি হাসপাতালের মতোই খরচ পড়ে যাচ্ছে।’ কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের এমএসভিপি অঞ্জন অধিকারী বলেন, ‘আমরা খুবই চেষ্টা করেছি যাতে কোনো টাকা ফেরত না যায়। আমাদের দুর্ভাগ্য যে অ্যাকাউন্টকে বোঝাতে পারিনি, টাকা পুরোটাই খরচ করা উচিত। আমাকে অ্যাকাউন্ট থেকে বোঝানো হয়, এখানে বেশ কিছু ক্ষেত্রে নাকি ট্রেজারিও বাধা দেবে।’

বাড়ি বাড়ি গিয়ে আবর্জনা সংগ্রহর ওপর জোর দিচ্ছে হাওড়া পুরনিগম

ভাস্কর বিশ্বাস, হাওড়া : এবার ফের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আবর্জনা সংগ্রহের ওপর জোর দিচ্ছে হাওড়া পুরনিগম। মঙ্গলবার থেকে হাওড়া শহরের ৪টি বিধানসভা এলাকার (উত্তর হাওড়া, মধ্য হাওড়া, শিবপুর ও দক্ষিণ হাওড়া) আরও তদন্ত ১৪টি ওয়ার্ডে এই কাজ করবেন পুরকর্মীরা। সোমবার ঈদের ছুটির দিন পুরনিগমের মুখ্য কার্যালয়ে হাওড়া শহরের জঞ্জাল অপসারণ সংক্রান্ত এক জরুরি বৈঠক হয়। গুরুত্বপূর্ণ ওই বৈঠকে স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির (সুডা) ডিরেক্টর জলি চৌধুরী, হাওড়া পুরনিগমের মুখ্য প্রশাসক সুজয় চক্রবর্তী সহ অন্যান্য আধিকারিকরা ছিলেন। পুরনিগম সূত্রের খবর, আগে ১১টা ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ময়লা সংগ্রহ করা হত। মঙ্গলবার থেকে আগের ১৪টি ওয়ার্ডে এই কাজ শুরু হচ্ছে। হাওড়া পুর কমিশনার সহ অন্যান্য আধিকারিকরা এদিন হাওড়ার একাধিক এলাকা পরিদর্শন করেন। এদিনের বৈঠক প্রসঙ্গে হাওড়া পুরনিগমের মুখ্য প্রশাসক সুজয় চক্রবর্তী বলেন, ‘যাতে মানুষের অসুবিধা না হয় সেই কারণে বেশিরভাগ ভাড়া পরিষ্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। সেটা যতটা সম্ভব পরিষ্কার করা গেছে। এই কাজের ফলাফল আগের জন্য ‘সুডা’র ডিরেক্টরের সঙ্গে এদিন বৈঠক হয়। সেখানে সিদ্ধান্ত হয় মঙ্গলবার থেকে ৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের আরো ১৪টা ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জঞ্জাল সংগ্রহ করার কাজ শুরু হবে। এর আগে ১১টা ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জঞ্জাল সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছিল। কীভাবে কাজ শুরু করা যায়, কোথায় লোক দরকার, কোথায় কী গাড়ি দিতে হবে তা নিয়ে এদিন বৈঠকে আলোচনা হয়েছে।’

আসানসোলে পুরনিগমের ডাম্পিং গ্রাউন্ডে অগ্নিকাণ্ড

রবীন্দ্রনাথ প্রামাণিক, আসানসোল : সোমবার সকালে আসানসোল পুরনিগমের কালীপাহাড়িতে থাকা ডাম্পিং গ্রাউন্ড থেকে আগুনের হলকা ও কালো ধোঁয়া বের হতে দেখে এলাকায় আতঙ্ক ছড়ায়। উল্লেখ্য ওই অঞ্চলে আসানসোল পুরনিগমের পক্ষ থেকে জাতীয় সড়কের ধারে শহরের আবর্জনার স্তুপ বা ডাম্পিং গ্রাউন্ড গড়ে তোলা হয়েছে। সেই আবর্জনা স্তুপে সোমবার সকালে আগুনের লেলিহান শিখা জ্বলতে দেখা যায়। একইসঙ্গে ঘন দুর্ধ্রুন্ধর্য ধোঁয়া চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে স্থানীয়রা চরম সমস্যায় পড়েন। তবে এদিন আবর্জনার স্তুপে এভাবে আগ্নে লাগার কারণ জানা যায়নি। ঘটনাস্থলে দমকল বিভাগের ইঞ্জিন সহ আধিকারিকরা পৌঁছে আগ্নে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। তবে কিছুক্ষণ পরেই ফের আগ্নে জ্বলে উঠতে শুরু করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুরনিগমের পক্ষ থেকে জলের ট্যাঙ্কও পৌঁছে দেওয়া হয়েছে ঘটনাস্থলে।

চারমার্কেটে পরিচারক খুনে ধৃত ১

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা: চারমার্কেটের ১টি ফ্ল্যাটে পরিচারক অবিনাশ বাড়ির খুনের ঘটনায় বারইপুরের মল্লিকপুর থেকে অভিযুক্ত সাদমা আলমকে (৩০) গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশের হোমসিউড শাখা। জানা গেছে, অবিনাশের সঙ্গে সাদমার ডেটিং আগুনের মাধ্যমে যোগাযোগ ছিল। সাদমা কলকাতার এক হোটেলের ওয়েটারের কাজ করে। টাকা নিয়ে বামেলোর জেরেই এই খুন।

সারমেয়দের খাইয়ে জন্মদিন পালন

অগ্নি বন্দ্যোপাধ্যায়, অণ্ডাল : অভিনব পদ্ধতিতে নিজের জন্মদিন পালন করলেন পাণ্ডুবৈষ্ণবের রামনগর পোস্ট অফিস পাড়ার বাসিন্দা যুবতী শ্যামলী মণ্ডল (২০)। প্রায় ১০০টি সারমেয়কে মুরগির মাংস আর ভাত খাওয়ানোর আয়োজন করেন ওই যুবতী। এরকম অভিনব পদ্ধতিতে জন্মদিন পালনের উদ্যোগকে শ্রুতভ্রষ্টা জানিয়েছেন এলাকার পশুপ্রেমীরা। ওই যুবতী দুর্গাপুরের মাইকেল কলেজের অ্যাকাউন্টেন্ট অনার্সের ছাত্রী। ছোটবেলা থেকেই পশুকুরদের প্রতি দুর্বলতা রয়েছে শ্যামলীর। বাড়িতেও কুকুর রয়েছে। সোমবার ঘটা করে শামলীর জন্মদিন হয়। সেই উপলক্ষেই রামনগর ছাড়াও ফুলবাড়ান মোড়, সিনেমা হল মোড়, পাণ্ডুবৈষ্ণব রেলস্টেশন এলাকার প্রায় ১০০টি সারমেয়কে নিজের হাতে খাওয়ান শ্যামলী। লকডাউনের সময় প্রায় ২বছর এলাকার পশুকুরদের একবেলা খাবার ব্যবস্থা করেছিলেন এই তরুণী। এছাড়াও জখম, অসুস্থ, আক্রান্ত সারমেয়দের পাশেও তাঁকে দাঁড়াতে দেখা যায়। সেজন্য এলাকায় কোনো সারমেয় অসুস্থ হলে স্থানীয়রা শ্যামলীর দ্বারস্থ হন। শামলী জানান পশুদের ভাত্কার পাণ্ডুবৈষ্ণবের বর্ষা দশ, রানিগঞ্জের বিষ্ণু ঘোষ এই কাজে তাঁর অনুপ্রেরণা। শামলীর বাড়িতে নেকোনো শুভ কাজে সারমেয়দের জন্য খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

স্কুলছুট ও নাবালিকাদের বিয়ে রুখতে জেলায় মনিটরিং

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : বিভিন্ন কারণে স্কুলছুট কমাতে ও স্কুলছুটদের স্কুলে নিয়ে আসার জন্য জেলাজুড়েই লাগাতার মনিটর করার আদেশ দেন পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক আয়েষা রানি। আর তাঁর আদেশ মেনেই মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই লাগাতার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। এরমধ্যেই বর্ধমান ১নং ব্লকের তালিত গৌড়েশ্বর হাই স্কুলের প্রায় ২৪জন ছাত্রছাত্রীকে ফের স্কুলে ফিরিয়ে এনেছেন বর্ধমান ১নং ব্লকের বিডিও রজনীশ যাদব। জেলাশাসক আয়েষা রানি জানান, স্কুলছুট রুখতে ও নাবালিকা বিয়ে বন্ধ করার ওপর গোটা জেলাজুড়েই বিশেষ জোর



দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি বিডিও ও স্কুল পরিদর্শকদের নজর দেওয়ার জন্যে আদেশ দেওয়া হয়েছে। স্কুল পরিদর্শকদের প্রতিটি স্কুল সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রথম শ্রেণির পড়ুয়ারা শিক্ষায় মনোযোগী

কিনা তা দেখার জন্যে আদেশ দিয়েছেন জেলাশাসক। তাঁর আদেশ, স্কুল-বাড়ি ঘুরে অনেকদিন অনুপস্থিত, স্কুলছুট শিক্ষার্থীদের খোঁজ করে কী ব্যবস্থা নেওয়া হল তা দেখতে হবে। এব্যাপারে প্রতি

মাসে তিনি স্কুল শিক্ষা দফতরের সঙ্গে বসে সরেজমিন রিপোর্ট খতিয়ে দেখবেন। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্কুলছুটের মূল কারণ আর্থিক অসচ্ছলতা। এর সঙ্গে রয়েছে লেখাপড়ার সঠিক পরিবেশের অভাব। ফলে আগ্রহ হারাচ্ছে পড়ুয়ারা। বর্ধমান ১নং ব্লকের বিডিও জানিয়েছেন, ব্লকস্তরে ১জন আধিকারিকের নেতৃত্বে মনিটরিং কমিটি তৈরি করা হয়েছে। ১ সপ্তাহ স্কুলে না এলেই ওইসব অনুপস্থিত পড়ুয়াদের বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নেওয়া হবে। প্রতিটি স্কুলকেও এধরনের কমিটি তৈরির ওপর জোর দিতে বলা হয়েছে।

নকল ওষুধ আটকাতে সব ওষুধের দোকান ও গুদামে ঝুলবে নির্দিষ্ট কিউআর কোড

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : ভেজাল, নকল ও মোয়াড উত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রি আটকাতে সব ওষুধের শ্রম্ানে, দোকান ওষুধের নির্দিষ্ট কিআর কোড বোলানোর নির্দেশ দিতে চলছে স্বাস্থ্যভবন। রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোলকে এই কাজে সহযোগিতা করতে নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্যভবন। স্বাস্থ্যভবনের তরফে জানানো হয়েছে, এই কাজে স্ক্যান করলেই জানা যাবে ৩০০টি সন্দেহজনক ওষুধের তথ্য। যা মিলিয়ে দেখলেই গ্রাহকরা বুঝতে পারবেন যে ওষুধ তিনি কিনছেন সেগুলো জাল, নাকি সঠিক। প্রসঙ্গত, রাজ্য জুড়ে বিশেষত হুগলি, বর্ধমান ও পুরে কলকাতা সহ রাজ্যের নানা প্রান্তে সন্দেহজনক ওষুধ ধরা পড়ার ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছে কেন্দ্র তথা রাজ্য স্বাস্থ্যদফতর। এখনও পর্যন্ত ৩০০টি ওষুধ ‘জাল’ ওষুধ হিসেবে চিহ্নিত

হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে, প্রেসারের ওষুধ (টেলমা এএম), ডায়াবেটিস, ইনহেলার, ইনজেকশন-সহ প্রচুর ব্যবহৃত সব ওষুধ। সন্দেহজনক ওষুধ কিনে সাধারণ মানুষ যাতে প্রভারিত না হন সেই লক্ষ্যে কেন্দ্রের ড্রাগ কন্ট্রোল জেনারেল অফ ইন্ডিয়া বা ডিসিজিআই-এর তরফে কিউআর কোড পাঠানো হয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্যভবনকে। তাতেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কোনো ওষুধ দোকানে এলে তার বিস্তারিত তথ্য খতিয়ে দেখতে হবে ওষুধ বিক্রেতাকে। মিলিয়ে দেখতে হবে কিউআর কোড স্ক্যানে যে ৩০০টি নকল ওষুধ চিহ্নিত হয়েছে, তার সঙ্গে এই ওষুধগুলোর মিল থাকলে তা নকল বলে ধরে নিতে হবে। গ্রাহকরাও যাতে সতর্ক হন তাই দোকানেও বুলিয়ে রাখতে হবে এই

কোড। যাতে ক্রেতা ও বিক্রেতা সব পক্ষই যাচাই করে নিতে পারেন ওষুধ। জাল ওষুধের তদন্তে নেমে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, অন্য রাজ্য থেকে এইসব ওষুধের আমদানি হচ্ছে বাংলায়। জাল ওষুধের রমরমা রক্মতে এটি রাজ্যকে চিঠি দেওয়া হয়েছে রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোলের তরফে। সূত্রের খবর, জাল ওষুধকাণ্ডে তদন্তে যোগসূত্র মেলায় উক্তর প্রদর্শন, হরিয়ানা, তামিলনাড়ু, ওড়িশা ও বিহার ড্রাগ কন্ট্রোলকে সতর্ক করা হয়েছে। কীভাবে এই রাজ্যগুলো থেকে জাল ওষুধ ঢুকছে তা খতিয়ে দেখতে আর তা আটকাতে যেন ব্যবস্থা নেওয়া হয় তা বলা হয়েছে। এছাড়াও কোথায় কোথায় জাল কারখানা রয়েছে সে বিষয়ে খতিয়ে দেখতে কড়া নজরদারি অনুরোধ করা হয়েছে রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোলের তরফে।

শক্তিগড়ে নাবালিকাকে ধর্ষণ, ধৃত আইসক্রিম বিক্রেতা

বিপুন ভট্টাচার্য, বর্ধমান : আইসক্রিমের প্রলোভন দেখিয়ে এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে এক আইসক্রিম বিক্রেতা সুভাষ বিশ্বাস ওরফে সাধুকে গ্রেফতার করেছে বর্ধমান মহিলা থানার পুলিশ। বাড়ি শক্তিগড়ের হীরাগাছি জ্যোতিপল্লি এলাকায়। ধৃতকে সোমবার বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয়েছে। জানা গেছে, শুক্রবার বর্ধমান থানার অধীন এক ইটভাঁটায় বাড়াধুগু থেকে আসা শ্রমিক দম্পতি তাঁদের ৭বছরের নাবালিকাকে রেখে কাজ করছিলেন। ওই সময় ওই এলাকায় আইসক্রিম বিক্রেতা সুভাষ বিশ্বাস আসে। নাবালিকাকে প্রথমে আইসক্রিমের প্রলোভন দেখিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ।

বর্ধমান কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারেও ঈদের নামাজ আদায়, সঙ্গে ব্যাপক খাওয়াদাওয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : সোমবার সকালে রাজ্যের নানা প্রান্তের সঙ্গে বর্ধমান জেলা জুড়ে চলে পবিত্র ঈদের নামাজ। এদিন বর্ধমানের কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের ভেতরেও পবিত্র ঈদল-উল-ফিতরের ওয়াজেব নামাজ করে। সংশোধনাগারের আবাসিকরাই রঙিন কাপজ দিয়ে সাজিয়ে তোলে নামাজস্থল। সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে ইমাম সাহেবের ইমামতিতে একত্রিত হয়ে ঈদের নামাজ আদায় করেন আবাসিকরা। রোজা রেখে ছিলেন অনেক মুসলিম আবাসিক। ২৭ মার্চ রোজা অর্থাৎ শবেকদরের দিন একত্রিতভাবে ইফতারেরও আয়োজন করা হয়েছিল। ঈদের দিন এদিন সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ বিশেষ



খাবারদাবারেরও আয়োজন করেন। খাবারের তালিকায় সকালে ছিল লুচি, কাবলি ছোলার তরকারি, সিমাই ও লাছা। দুপুরের খাবারে ছিল নুনা, লেবু, বেগুন, ভাত, মুগডাল, পটল আলুর তরকারি, খাসির মাংস, চাটনি, পাঁপড় ও মিষ্টি। সংশোধনাগার সূত্রে জানা গেছে, রাতের খাবারে

আয়োজন করা হয় ভাত, আলুর দম ও পটল চিংড়ি। শুধু এদিনই নয়। বর্ধমান কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবারও দুপুরে বিশেষ খাবারের আয়োজন করা হয়েছে। সেই তালিকায় থাকছে নুনা, লেবু, ভাত, মুগডাল, আলু পোস্ত, মুরগির মাংস, চাটনি, পাঁপড় ও মিষ্টি।

অণ্ডালে ১৫ দিন ধরে নির্খোঁজ এক মধ্যবয়স্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, অণ্ডাল : ১৭ মার্চ বাড়ি থেকে বের হয়ে নির্খোঁজ হয়ে যান অণ্ডালের দক্ষিণখণ্ড পঞ্চায়েতের মধুসূদনপুর কলিয়ারি এলাকার বাসিন্দা অমরেন্দ্র দে (৪৮)। ২দিন ধরে সব জায়গায় খোঁজাখুঁজির পর ১৯ মার্চ অণ্ডাল থানায় স্বামীর নামে নির্খোঁজ ডায়েরি করেন ময়না দে। অমরেন্দ্র দে’র খোঁজ পেতে অণ্ডাল ও নানা এলাকায় ছবি সহ নির্খোঁজ পোস্টার দেওয়া হয়েছে। এখনো কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। পুলিশ আশপাশের থানাতেও যোগাযোগ করছে।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিস্ট্রারের অবসরকালীন সুবিধা বন্ধ করল কর্তৃপক্ষ

বিপুন ভট্টাচার্য, বর্ধমান : ২০২৩ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩টি অ্যাকাউন্ট থেকে মোট ১ কোটি ৯৪ লাখ টাকা উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনায় তৎকালীন রেজিস্ট্রার সুজিত চক্রবর্তীর অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা আটকে দিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শঙ্কর নাথ জানান, ‘আমি চাই টাকাটা ফেরত আসুক। ফিল্ড ডিপোজিট হেঁটে হেঁটে চলে গেছে নাকি ভূত প্রেতে নিয়ে গেছে! এটা তো হয় না। অনেকদিন আগে থেকেই হয়তো একটা পরিকল্পনা হয়েছিল যা রূপায়ণ হয়েছে।’ উল্লেখ্য, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এই টাকা সন্ধান এখনো মেলেনি। এই টাকা উধাওয়ের ঘটনায় এরমধ্যেই সিআইডি তদন্ত করছে। সিআইডি তাদের প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টে আদালতে জানিয়েছে, একাধিক রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যবস্থার ফিল্ড ডিপোজিট ভেঙে নয়ছয় হয়েছে। অন্তত ২ কোটি টাকার নয়ছয় হয়েছে। সিআইডি রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৬টি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে। ৯জন অভিযুক্তের মধ্যে ৭জনকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁরা এখন জামিনে রয়েছেন। ২জন আগাম জামিন নিয়েছেন। অন্যদিকে, এই মামলায় যুক্ত হয়ে ইডি ইসিআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০২৩ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩টি অ্যাকাউন্ট থেকে মোট ১ কোটি ৯৪ লাখ টাকা উধাও হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩টি ফিল্ড ডিপোজিট প্রিমাচ্যুরিটি করিয়ে অনেন। ১জনের অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করা হয়। অভিযোগ ওঠে, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ প্রশাসনিক কর্মীদের যোগসাজশে এই টাকা নয়ছয় হয়। সেসময় এই নিয়ে বিস্তর জলঝোলাও হয়। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে তদন্ত কমিটিও হয়। একইআইআর করা হয় প্রায় ১ বছর পরে। যা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরেই ওঠে নানান



প্রশ্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহ উপাচার্য দেবমাল্য ঘোষ এই ঘটনার প্রেক্ষিতে হাই কোর্টে মামলা দায়ের করেন। ঘটনার ২ বছর পরেও উধাও হয়ে যাওয়া প্রায় ২ কোটি টাকার সন্ধান এখনো মেলেনি। এই ঘটনায় জড়িত কেউ সাজাও পায়নি। মামলাকারী দেবমাল্য ঘোষ জানান, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের হেফাজতে থাকা ফিল্ড ডিপোজিট কীভাবে অন্যের অ্যাকাউন্টে গেল তার তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। তাই আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হয়ে মামলা করেছি। এর পেছনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গাফিলতি স্পষ্ট। ফিল্ড ডিপোজিটগুলো যখন ব্যাঙ্ক প্রি মাচ্যুরিটি করতে যাওয়া হয়েছিল তখন ব্যাঙ্কের তরফে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে মেল করে বিষয়টি জানানো হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কেন উত্তর ব্যাঙ্ককে দেয়নি। আবার আভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি গঠন করেই দায় সেরেছে। কারোর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। এমনকী কোনো

এফআইআরও করেনি। আমরা চাই প্রকৃত দোষী ধরা পড়ুক আর বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকা ফেরত আসুক।’ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভাস্কর গোস্বামী বলেন, ‘গোটা ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।’ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শঙ্কর নাথ জানান, ‘এই ঘটনায় হিসর অনুমোদন নিয়ে ফিনাল অফিসারকে শোকজ করা হয়েছিল। তিনি তার উত্তর

দিয়েছেন। পরের হিস বৈঠকে আলোচনা হবে আর আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। পাশাপাশি তৎকালীন রেজিস্ট্রার সুজিত চক্রবর্তীর একটা ইনভলভমেন্ট পাওয়া গেছে। সেকারণে তাঁর রিটারায়মেন্ট বেনিফিট আটকে দেওয়া হয়েছে। আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর এই ঘটনার এফআইআর করেছি। পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছে। তারা বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে দেখবেন বলে জানিয়েছেন।’ পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের বর্ধমান সার্কেলের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার বৃদ্ধদেব সাহা এপ্রসঙ্গে বলেন, ‘বিষয়টি কোর্টে বিচার্যধীন তাই এনিয়ে মন্তব্য করব না।’ অন্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ড অফিসারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও যোগাযোগ করা যায়নি। প্রাক্তন রেজিস্ট্রার সুজিত চক্রবর্তীকে ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

ঈদ উপলক্ষে জামাকাপড় উপহার বিধায়কের

সুবীর রায়, দুর্গাপুর : রবিবার বিকেলে ‘চলো যাই ঈদের বাজারে’ নামে অনুষ্ঠানে পাণ্ডুবৈষ্ণবের তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এলাকার প্রায় ২০০র বেশি বাচ্চাকে নিয়ে হাজির হন পাণ্ডুবৈষ্ণব বাজারে। সেখানে তাদের জামাকাপড় কিনে দেন।

NAME CHANGE
I, PRADIPTA BANERJEE S/o Lt. Jibananda Banerjee R/o 144, Sarat Chatterjee Road, P.S.-Chatterjeehat, P.O.-Chatterjeehat, Howrah-711102 have changed my name and shall henceforth be known as PRADIPTA BANDYOPADHYAY as declared before the Notary Public at Howrah Court vide affidavit no.57 dated 28.03.25. PRADIPTA BANERJEE and PRADIPTA BANDYOPADHYAY both are same & one identical person.

I, Anyana Banka (Sweety), W/o Anup Banka, residing at 28/1, S.P. Sarani, Park Street, Circus Avenue S.O., Kolkata - 700017, W.B. shall henceforth be known as Sweety Banka, W/o Anup Banka vide an affidavit no. 6/24 dated 28.03.2025 before the 1st Class Judicial Magistrate, Kolkata. Anyana Banka (Sweety) & Sweety Banka both are same and one identical person.
--

কবিগুপ্তি সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ গ্রাম : কাউগাতি, পো : জেরিয়া, থানা : হাটবাদল, জেলা : উত্তর ২৪ পরগণা (১০১/১৪ পরগণা (উ)) থানা : ২৪.০৫.১৯৯২
রিজিঃ নং- ১০১/১৪ পরগণা (উ) থানা : ২৪.০৫.১৯৯২

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা কাউগাতি সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর সকল সদস্য / সদস্যকে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ০৩.০৫.২০২৫ তারিখ ১০.৩০ মিনিটে সমিতির কাউগাতিস্থিত গ্রামস্থ অদ্বিতীয় বিশেষ সাধারণ সভায় ০৬ (ছয়) জন ইউসেক্টর নির্বাচন করা হবে। এই সভায় সকল সদস্য / সদস্যরা উপস্থিতি এবং অংশগ্রহণ একান্ত কাম্য। নির্বাচন সত্রান্ত বিশেষ তথ্য ও নির্বাচন নির্দিষ্ট সমিতির অফিস সক্রিয় সময়ের (working hour) পাওয়া যাবে।

স্বাঃ (আশিস কুমার নাথ) সহকারী রিটার্নস অফিসার কাউগাতি এই এস কে ইউ এস লিঃ
--

বিজ্ঞপ্তি
নাম ও পদবি পরিবর্তন
আমি DROPADT, W/o- Late TRILOKINATH GUPTA, গ্রাম + পোস্ট-বরনহাট, P.S.- হাটবাদল, উঃ ২৪ পরগণা। LIC। পরিদপ্তরে (424070445) আমার নাম TAPATI GUPTA (MANDAL) আছে। গত ২২/০৭/২০২৪ বর্ষের ১৪/১৪/২০২৪ খ্রিষ্টাব্দে ১৪/১৪/২০২৪ নং এক্সিডেন্ট বসে DROPADT নামে সর্বত্র পরিচিত হইলাম। DROPADT এবং TAPATI GUPTA (MANDAL) একই ব্যক্তি।

NAME CHANGE
I, KEKA BANERJEE W/o Pradipta Banerjee R/o 144, Sarat Chatterjee Road, P.S.-Chatterjeehat, P.O.-Chatterjeehat, Howrah-711102 have changed my name and shall henceforth be known as KEKA BANDYOPADHYAY as declared before the Notary Public at Howrah Court vide affidavit no.58 dated 28.03.25. KEKA BANERJEE and KEKA BANDYOPADHYAY both are same & one identical person.

NAME CHANGE
I, RITOBARTO BANERJEE S/o Pradipta Banerjee R/o 144, Sarat Chatterjee Road, P.S.-Chatterjeehat, P.O.-Chatterjeehat, Howrah-711102 have changed my name and shall henceforth be known as RITABRATA BANDYOPADHYAY as declared before the Notary Public at Howrah Court vide affidavit no.59 dated 28.03.25. RITOBARTO BANERJEE and RITABRATA BANDYOPADHYAY both are same & one identical person.

কেকল্পনা ইন্ডাস্ট্রিজ (ইন্ডিয়া) লিমিটেড			
CIN : L19020WB1985PLC039431			
রেজিস্টার্ড অফিস : থানা, নং ১৪, পো ও থানা- বিষ্ণুপুর, ডায়মন্ড হাবলার রোড, দক্ষিণ ২৪ পরগণা- ৭৪০০০৩, পশ্চিমবঙ্গ			
টেলিফোন : +৯১-০৩৩-৪০৬৮ ৭৮৪৩, ই-মেইল : kolkata@kcalpana.co.in, ওয়েবসাইট : www.kcalpanagroup.com			
পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল সংক্রান্ত ঘোষণা			
কোম্পানিআইসিআই ২০১৩ এর সেকশন ১০৮, ১১০ ও অন্যান্য প্রযোজ্য শর্ত সহ কোম্পানিআইসিআই (ম্যানুজমেন্ট অ্যান্ড আডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪ এর রুল ২০ ও ২২, সিকিওরিটিস অ্যান্ড এগ্রুজেন্টস বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিঙ্গিট অর্গানাইজেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন ২০১৫ এর ৪৪ নং রেগুলেশন মেনে কোম্পানি পোস্টাল ব্যালট (কেবল ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে, এই বিষয়ে এমসিএ সার্কুলার এর অন্তর্ভুক্তি সন্দেহ) অর্জিত করেছে যার দ্বারা কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন নির্দেশিত বিষয়গুলির আওতায় রিজোলিউশনের জন্য ভাটওয়া হয়েছিল যা কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করেছে, ৩১.০৩.২০২৫ তারিখে স্ক্রুটিংআইজার রিপোর্ট এর ওপর ভিত্তি করে ফলাফল ঘোষণা করা হল।			
ফলাফলগুলি নিম্নরূপ :			
আইসিআই নং	ব্যবসা	পক্ষে দান করা ভোট (মোট ভোটদানের %)	বিরুদ্ধে দান করা ভোট (মোট ভোটদানের %)
১	কেকল্পনা ইন্ডাস্ট্রিজ (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ও ডিবেস প্রাস্টিকস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এর মধ্যে কীচামাল সম্পর্কিত পার্টি ট্রান্সজাকশন (গুলি) এর অনুমোদন	৯৬.৩২	৩.৬৮
২	কেকল্পনা ইন্ডাস্ট্রিজ (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ও ডিবেস প্রাস্টিক লিমিটেড এর মধ্যে কীচামাল সম্পর্কিত পার্টি ট্রান্সজাকশন (গুলি) এর অনুমোদন	৯৬.৩৩	৩.৬৭
বোর্ড অফ ডিরেক্টরস এর আদেশানুসারে কেকল্পনা ইন্ডাস্ট্রিজ (ইন্ডিয়া) লিমিটেড এর পক্ষের স্বাক্ষর			
স্বাক্ষরী কলাশীলী (মোহরসিগ নং- ACS 52755) (কোম্পানী সচিব)			
তারিখ : ৩১.০৩.২০২৫			
স্থান : কলকাতা			